ফের হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে মাশরাফি

মাশরাফি বিন মর্তুজার আবারও হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে পড়েছেন। সিটি ক্লাব মাঠে অনুশীলন করার সময় ইনজুরির শিকার হন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক এই অধিনায়ক।

গত তিন দিন আগে রানিং করার সময় চোট পান হ্যামস্ট্রিংয়ে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাশরাফি বিন মর্তুজা নিজেই। তিনি বলেন, রানিংয়ের সময় ব্যথা পাই। আপাতত কয়েকটা দিন বিশ্রামে আছি। স্ক্যান এখনও করিনি। তাই কতটা গুরুতর বলতে পারছি না।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিষ চৌধুরী জানান, আমার সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়েছে। তিনদিন আগে রানিংয়ের সময় ও হ্যামস্টিংয়ে ব্যথা পেয়েছে। কী কী করতে হবে, প্রাথমিক সেই চিকিৎসার কথা আমরা ফোনে ওকে জানিয়েছি। আর একটা স্ক্যান করিয়ে নিলে ভালো হয়। তাহলে আমরা বুঝতে পারব কতটুকু আঘাত পেয়েছে।

নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি কর্পোরেট লিগে খেলার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে সফল এই অধিনায়ক। কিন্তু ইনজুরির কারণে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লো মাশরাফির মাঠে ফেরার দিনক্ষণ।

চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম ম্যাচেই ঘরের মাঠে লজ্জায় ডুবল রিয়াল

শুরু হয়েছে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুম। নতুন মৌসুমের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই লজ্জায় ডুবল স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ।

মশানে বিবাহিত একাদশ ও অবিবাহিত একাদশের মধ্যে প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত

কর্মব্যস্ততার কারণে খেলাধুলা আর করা হয় না তাঁদের। তবে খেলার প্রতি ভালোবাসার তো আর কমতি নেই। সেই ভালোবাসার টানেই কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান এলাকায় আয়োজন করা হয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।

ফুটবল ম্যাচে মশান শাহপাড়ার বিবাহিত বনাম অবিবাহিতরা এই ম্যাচে অংশ নেন।

মশান মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বুধবার বিকেলে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়।

৫০ মিনিটের খেলায় বিবাহিত ফুটবল একাদশ ১-০ গোলে অবিবাহিত ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে। উৎসবমুখর পরিবেশে খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথিরা।

খেলা পরিচালনা করেন মহি উদ্দিন মহি, সহকারী পরিচালক ছিলেন তন্ময় খান ও জুয়েল রানা।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, খেলার দিন দিনব্যাপী এলাকায় মাইকিং করে ফুটবল ম্যাচ উপভোগের জন্য দর্শকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। মশান গ্রামের মেহেদী হাসান বাবু ও সাংবাদিক এসএম জামাল এই ফুটবল ম্যাচের উদ্যোক্তা ছিলেন।

খেলার মাঠে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার ক্রীড়ামোদী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জুয়েল রানা, সাইফ আল আজাদ মিল্টন, তন্ময় খান, ডা: মাসুদ রানাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

বিবাহিত একাদশের খেলোয়াড় মেহেদী হাসান বাবু, মনির হাসান,এসএম জামাল, আকাশ, জুবাইদুল, রফিক, মনিরুল,নাজমুল,সুবেল প্রমুখ।

অবিবাহিত একাদশের খেলোয়াড় আব্দুল মজিদ, বজলু, সম্রাট,সবুজ, সিপ্ত, সজিব, আলামিন, নাসিম,মনোয়ার, রুবেল, বাপ্পি, পলাশ প্রমুখ।

খেলা শেষে উভয় একাদশের মধ্যে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

বিফলে ধাওয়ানের সেঞ্চুরি, দিল্লির বিরুদ্ধে জয় পাঞ্জাবের

টানা পাঁচ ম্যাচ হারের পর জয়ের হ্যাটট্রিক। আরসিবি, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের পর দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে প্লে-অফের লড়াইয়ে টিকে থাকল কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব। মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) দুবাইয়ে প্রীতি জিনতার দলের এটাই ক্যাচ লাইন। দুই ক্যারিবিয়ানের ব্যাটে ভর করে ‘দিল্লি জয়’ পাঞ্জাবের।

১৬৫ রান তাড়া করতে নেমে এক ওভার বাকি থাকতেই ৫ উইকেট ম্যাচ জিতে নিল কিংস ইলেভেন। সেই সঙ্গে ১০ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় পাঁচ নম্বরে উঠে এল প্রীতি জিনতার দল। তবে এই ম্যাচ হারলেও অবশ্য ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরেই রইল দিল্লি ক্যাপিটালস।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি পাঞ্জাবের। দলের রান যখন ১৭, তখন ফর্মে থাকা রাহুলকে ডাগ-আউটে ফেরত পাঠিয়ে পাঞ্জাবকে ধাক্কা দেন অক্ষর প্যাটেল। ব্যক্তিগত ১৫ রানে আউট হন রাহুল। ক্যাপ্টেন আউট হলেও ক্রিজে এসেই ঝড়ো ব্যাটিং শুরু করেন ক্রিস গেইল। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন গেইল।

ব্যাটে ঝড় তোলার জন্য অনভিজ্ঞ তুষার দেশপাণ্ডেকে বেছে নেন গেইল। দেশপাণ্ডের প্রথম ওভারেই তিনটি চার ও ২টি ছয়সহ ২৬ রান নিয়ে পাঞ্জাবকে ম্যাচে ফেরান গেইল। মাত্র ৫ ওভারে ৫০ রানের গণ্ডি টপকে যায় পাঞ্জাব। কিন্তু তারপরের ওভারে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ক্রস মারতে গিয়ে বোল্ড হন গেইল। তবে ১৩ বলে তিনটি চার ও ২টি ছক্কাসহ ২৯ রান করে দলের রাস্তা তৈরি করে দেন তিনি। এরপরই নিকোলাস পুরানের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। মাত্র ৫৬ রানে তিন উইকেট হারায় পাঞ্জাব।

তার ভুলে মায়াঙ্কের রানআউট হওয়ায় মেনে নিতে পারেননি পুরান। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে পাঞ্জাবের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান তিনি।

২৮ বলে তিনটি ছয় ও ৬টি চারসহ ৫৩ রান করে কাগিসো রাবাদার শিকার হন পুরান। তখন দলের রান চার উইকেটে ১২৫। অর্থাৎ জয়ের জন্য এখনও দরকার ৪০ রান।

এই অবস্থায় ফের দায়িত্বজ্ঞান শট খেলে আউট হন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ২৪ বলে ৩২ রান করে আউট হন। এরপর দীপক হুডা ও জিমি নিশামের ব্যাটে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় পাঞ্জাব।

তবে ম্যাচ হারলেও আইপিএলে রেকর্ড করে ম্যাচের সেরা হন শিখর ধাওয়ান। এদিনও সেঞ্চুরি করে আইপিএলে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টানা দু’ম্যাচে শতরান করে ইতিহাস গড়েন দিল্লি ক্যাপিটালসের এই বাঁ- হাতি ওপেনার।

রামনগর ফুটবল টুর্নামেন্টে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব জয়ী

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জনকল্যাণ যুব সমিতি রামনগর এর উদ্যোগে রামনগর ফুটবল খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত রামনগর ফুটবল টুর্নামেন্টে ৪র্থ কোয়াটার ফাইনালে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব ১-০ গোলে জয়লাভ করেছে।

সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব ১-০ গোলে ফারুক লাইব্রেরী এন্ড বল্লভপুর মর্নিং ক্লাবকে পরাজিত করে। নাজিরাকোনা একাদশের ১২ নং পরিহিত জার্সি খেলওয়ার গোলটি করেন।

উক্ত খেলায় মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলাটি উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মোল্লা।

এ সময় খেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোনাজাত মোল্লাসহ সভাপতি আজিবার রহমান, সাধারণ সম্পাদক কৌশিকুল ইসলাম রুমি যুগ্ন সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক হেলাল উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক

দেলোয়ার হোসেন সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন খেলাটি পরিচালনা করেন সোহেল, সহকারি হিসেবে ছিলেন জাহাঙ্গীর এবং রাসেল। ধারা ভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন শামিম শিশির।

আইপিএল কমিটির ছাড়পত্র পেলেন নারাইন

আবারও আলোচনায় সুনিল নারাইনের বোলিং অ্যাকশন। তবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রবিবার সুপার ওভারে দুরন্ত জয়ের আগেই ভাল খবরটা চলে আসে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। সুনীল নারাইনের বোলিং অ্যাকশনে কোনও সমস্যা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে আইপিএলের ‘সাসপেক্ট বোলিং অ্যাকশন’ কমিটি। ক্যারিবিয়ান স্পিনারের নামও সরিয়ে নেওয়ায় হয়েছে ‘ওয়ার্নিং লিস্ট’ থেকে। যার ফলে নারাইনের বল করতে কোনও সমস্যা থাকছে না।

কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের পরে নারাইনের বোলিং অ্যাকশন সন্দেহজনক বলে রিপোর্ট দিয়েছিলেন মাঠের আম্পায়াররা। যার পরে কেকেআর স্পিনারের নাম সতর্কিতদের তালিকায় রাখা হয়েছিল। নারাইনের বল করার উপরে কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও আরও এক বার রিপোর্ট জমা পড়লেই আইপিএলে আর বল করতে পারতেন না তিনি। যে কারণে কেকেআর তাঁকে আগের দু’ম্যাচে খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি। সুস্থ না থাকায় হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলানো হয়নি নারাইনকে।

এই ক’দিন পুরনো স্পিন কোচ কার্ল ক্রোর সঙ্গে বোলিং অ্যাকশন ঠিক করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন নারাইন। যার পরে কেকেআরের পক্ষ থেকে আইপিএল কমিটির কাছে আর্জি জানানো হয়, তাদের স্পিনারের বোলিং অ্যাকশন পরীক্ষা করে দেখার জন্য। যে কমিটিতে আছেন রাহুল দ্রাবিড়, আইসিসি ম্যাচ রেফারি জাভাগাল শ্রীনাথ, প্রাক্তন আইসিসি আম্পায়ার কে হরিহরন এবং বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমাল।

রবিবার কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘‘কেকেআরের পক্ষ থেকে সাসপেক্ট বোলিং অ্যাকশন কমিটির কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল, সরকারি ভাবে সুনীল নারাইনের বোলিং অ্যাকশন খতিয়ে দেখার জন্য। যে

জন্য স্লো মোশনে পিছন এবং পাশ থেকে নারাইনের বোলিং অ্যাকশনের ভিডিও জমা দেওয়া হয়েছিল। যে ভিডিও খালি চোখে খতিয়ে দেখার পরে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, বোলার অবৈধ ভাবে কনুই ভাঙছেন না।’’

তবে পাশাপাশি বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে, ‘‘ভিডিও ফুটেজে যে রকম বোলিং অ্যাকশনে বল করেছেন নারাইন, আইপিএলে ম্যাচে সে রকম অ্যাকশনেই বল করতে হবে তাঁকে।’’

জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের নতুন প্রধান নির্বাচক মঞ্জুরুল

বাংলাদেশের জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মঞ্জুরুল ইসলাম। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এর পরিচালক ও উইমেন্স উইং প্রধান শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন। আগামী নভেম্বর থেকে মঞ্জুরুল প্রধান নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করবেন বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশ নারী দলের প্রধান নির্বাচক হিসেবে সর্বশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন জাতীয় দলের সাবেক ওপেনার আতহার আলী খান। তার বিদায়ের পর পদটি শূন্য হয়ে যায়। এরপর মঞ্জুরুলের কাছে প্রস্তাব দেয় বিসিবি। সেই প্রস্তাবে তিনি সম্মতি জানিয়েছেন। এরপর তার নিয়োগ চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

নাদেল বলেন, ‘আমরা মঞ্জুকে (মঞ্জুরুল) জাতীয় নারী দলের নির্বাচক (প্রধান) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি। তার মেয়াদ এক বছর, যেটি নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। তার পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে চুক্তি বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ‘

মঞ্জুরুল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে পেসার হিসেবে ১৭টি টেস্ট এবং ৩৪টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নেন। তবে ২০০৮ সালে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ (আইসিএল) এ অংশ নিলে মূল ধারার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায় তার।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের ডেভেলপমেন্ট বিভাগে এবং দেশের বিভিন্ন ঘরোয়া লিগে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে মঞ্জুরুলের। ডেভলপমেন্ট বিভাগে কাজ করার সময় তিনি চীনের নারী দলের দায়িত্ব পালন করেছেন। থাইল্যান্ড নারী দল নিয়ে কাজ করারও অভিজ্ঞতা আছে তার।

মাঝ দরিয়ায় ভালোবাসার রঙ ছড়ালেন আনুশকা-কোহলি, ছবি তুললেন ডি ভিলিয়ার্স

‘অস্তমিত সূর্যের শেষ আভায়…আমি তোমায় খুঁজে নিলাম’- মরু শহর দুবাইরে সমুদ্রে একে অপরের কানে একথাই বললেন বিরাট কোহলি-আনুশকা শর্মা। সূর্য তখন দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে অস্তমিত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক বুক পানিতে ডুবে এক অপরকে আগলে ধরে নতুন স্বপ্ন লিখলেন হবু বাবা-মা। এ যেন এক নৈর্গসিক সৌন্দর্য। রবিবার রাতে নিজের ইনস্টাগ্রামের দেওয়া এই রোম্যান্টিক ছবিটি পোস্ট করেছেন স্বয়ং বিরাট কোহলি। আর এই ভালোবাসায় ভরপুর ছবিটি লেন্সবন্দী করেছেন কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সতীর্থ এবি ডি ভিলিয়ার্স।

এই ছবির ক্যাপশনে কোনও শব্দ ব্যবহার করেননি কোহলি। শুধু যোগ করেছেন কতগুলো হার্ট এবং সানসেটের ইমোজি। আসলে সব কথা তো এই ছবিই বলে দিচ্ছে। বিরুশকার এই ছবি দেখে আনন্দে আপ্লুত অনুরাগীরা। সবাই বলছেন- ‘এই ছবির ভিতরের সবকিছু পারফেক্ট’। অনেকে লিখেছেন-‘তোমাদের ভালোবাসা এভাবেই অটুট থাক, আনুশকার ভেতর বেড়ে ওঠা আরও একটা জীবনের আগমনে দ্বিগুণ হোক এই প্রেম’। কেউ কেউ আবার মজার ছলে লিখেছেন- ‘ক্যাপ্টেন শুধু মাঠেই নন, মাঝ সমুদ্রেও সেরা পারফরম্যান্স দেন’।

মাত্র দুই ঘণ্টায় ইনস্টাগ্রামের এই ছবিতে লাইক পড়েছে প্রায় ১৮ লাখ। আরসিবি ভক্তরা ডিভিলিয়ার্সের কম প্রশংসা করেননি এই ছবিটি ফ্রেমবন্দি করবার জন্য। ছবির কমেন্টবক্সে ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটসম্যান। যেখানে অনুরাগীদের

মন্তব্য ‘এবিডি সব কিছুতেই সেরা’।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই আইপিএল খেলতে আরব আমিরাতে উড়ে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। কারণ এই সময় আনুশকাকে কোনওভাবেই কাছ ছাড়া করতে চান না তিনি। শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দেখতে মাঠে হাজির ছিলেন আনুশকা। জয় শেষে গ্যালারিতে হাসি মুখে টিম আরসিবির সমর্থনে হাততালি দিতে দেখা গেছে তাকে। প্রত্যেক ছবিতেই ঠিকরে পড়ছে আনুশকার মাতৃত্বকালীন আভা।

আরব আমিরাতে গিয়ে পর্যন্ত নিজের নানা মুহূর্তের ছবি ইনস্টাগ্রাম ওয়ালে পোস্ট করেছেন আনুশকাও। তবে সেখানে প্রথমবার কোহলির সঙ্গে একফ্রেমে পাওয়া গেল নায়িকাকে।

রামনগর ফুটবল টুর্নামেন্টে ৩য় কোয়ার্টার ফাইনালে রামনগর একাদশ জয়ী

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জনকল্যাণ যুব সমিতি রামনগর এর উদ্যোগে রামনগর ফুটবল খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত রামনগর ফুটবল টুর্নামেন্টে ৩য় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় রামনগর একাদশ জয়লাভ করেছে।

রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় রামনগর একাদশ ৩-০ গোলে গাড়াডোব একাদশকে পরাজিত করে। রামনগর একাদশের ৭ নং জার্সি পরিহিত দলীয় অধিনায়ক পেনাল্টিতে একটি, ৯ নং জার্সি পরিহিত রিজন একটি, ১০নং জার্সী পরিহিত সাব্বির ১টি গোল করেন। রামনগর একাদশের মিডফিল্ডার তাইবুর ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন।

উক্ত খেলায় মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থি থেকে খেলাটি উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মোল্লা।

এ সময় খেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোনাজাত মোল্লা, সহ- সভাপতি আজিবার রহমান, সাধারণ সম্পাদক কৌশিকুল ইসলাম রুমি যুগ্ন সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক হেলাল উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থি ছিলেন। খেলাটি পরিচালনা করেন রেফারি সোহেল সহকারি হিসেবে ছিলেন জাহাঙ্গীর এবং রাসেল। ধারা ভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন শামিম শিশির।

আগামী কাল সোমবার ফারুক লাইব্রেরী এন্ড বল্লভপুর মর্নিং একাদশ বনাম নাজিরাকোনা একাদশ মুখোমুখী হবে।

হাইভোল্টেজ ম্যাচে আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যানসিটির জয়

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে আর্সেনালকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনদের হয়ে একমাত্র গোল করেছেন রাহিম স্টার্লিং।

ইতিহাদে এদিন দু’দলই মাঠে নামে ৪-৩-৩ ফরমেশন নিয়ে। ম্যাচের শুরুতে আর্সেনাল বল নিজেদের আয়ত্তে নিলেও পরবর্তীতে স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটিই আশার আলো দেখে। ২৩ মিনিটে একক নৈপুণ্যে সিটিজেনদের লিড এনে দেন রাহিম স্টার্লিং। ৩৯ মিনিটে গোল পরিশোধের দুর্দান্ত এক সুযোগ পেয়েও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোলের দেখা পায়নি আর্সেনাল।

বিরতির পর কোন পরিবর্তন ছাড়াই মাঠে নামে দু’দল। পরে অবশ্য দু’দলই বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আসে। তাতেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি কেউই। আর্সেনাল বলার মত তেমন কোন ভালো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি।

শেষপর্যন্ত এই এক গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে পেপ গার্দিওলার দল।